পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

'মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।'
—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৮শ বর্ষ : ১৯ম সংখ্যা

২৯শে আশ্বিন, ১৩৮১ বাংলা : ১৫ই অক্টোবর, ১৯৭৪ ইং : ২৮শে রমযান, ১৩৯৪ হিঃ কাঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহমদী | ঈদ সংখ্যা | ২৮শ বর্ষ ১১ম সংখ্যা

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
০ কুরআন শরীফের বাণী : শ্রেষ্ঠ নবী (সাঃ) শ্রেষ্ঠ নেয়ামত	১	মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ (সদর মুরুব্বী)
০ হাদিস শরীফ : উম্মতে নবুওত	৭	'খতমে নবুওত ও জামাত আহমদিয়া' পুস্তক হইতে উদ্ধৃত
০ সর্ব স্বীকৃত বুজুর্গানে দ্বীনের দৃষ্টিতে খতমে নবুওত	৯	সংকলন : আঃ সাঃ মঃ
০ অমৃত-বাণী :	১৪	হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ
০ ঈদের খোৎবা	১৭	হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ
০ অত্যাচারীর পরিণাম	২০	হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ
০ কেন এসব 'অন্যায়' জুলুম মোদের বেলায় 'ন্যায়' হবে ? (কবিতা)	২৪	হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) অনুবাদ : জনাব আনওয়ার আলী
০ ধর্মহারা ব্যক্তিরাই ধর্মের নামে জুলুম চালায়	২৭	'ধর্মের নামে রক্তপাত' পুস্তক হইতে উদ্ধৃত
০ সংবাদ	৩০	
০ একটি নিরপেক্ষ অভিমত	(কভার পেজ)	

আবশ্যক

অটো স্পেয়ার পার্টস অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দুইজন কর্মচারি আবশ্যক। নিম্ন ঠিকানায় ব্যক্তিগত বা ডাক মারফত সত্বর যোগাযোগ করুন। প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলা ও ইংরেজী লিখা ও পড়ার জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বেতন ও অন্যান্য শর্তাবলী আলোচনার মাধ্যমে সাব্যস্ত করা যাইবে।

নূরুদ্দীন আহমদ, প্রোপ্রাইটার, অটো ট্রেডার্স
৩০২/৭, শেখ মুজিব সড়ক, চট্টগ্রাম।
টেলিফোন : ৮৩৯৩২

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلى على رسوله الكريم
و على عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্য্যায়ের ২৮শ বর্ষ : ১১ম সংখ্যা :

২৯শে আশ্বিন, ১৩৮১বাং : ১৫ই অক্টোম্বর, ১৯৭৪ইং : ১৫ই এখা. ১৩৫৩ হিজরী শামসী :

কুরআন শরীফের বাণী

শ্রেষ্ঠ নবী (সাঃ)—শ্রেষ্ঠ উম্মত—শ্রেষ্ঠ নেয়ামত

ومن يطع الله و الرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن اولئك رفيقا ٥ ذلك فضل من الله و كفى بالله عليما ٥ (النساء : ٧٠ ٧١)

অর্থাৎ—"যাহারা আল্লাহ্ এবং এই রসুল (মোহাম্মদ সাঃ)-এর অনুবর্তিতা করিবে, তাহারা, আল্লাহ্‌তায়ালা যাহাদিগকে নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহ রূপে পুরস্কৃত করিয়াছেন, তাহাদের সহিত (সমমর্যাদাভুক্ত) হইবে। উহারা পরস্পর উত্তম সাথী হইবে। ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে 'আল ফযল' সেই কল্যাণ (যাহা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে উম্মতে প্রদত্ত হওয়ার ওয়াদা ও খোশ-খবর দেওয়া রহিয়াছে)। অসীম জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।" (সুরা নেসা : ৭০-৭১)

এই আয়াতে বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিলে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, ইহাতে মোহাম্মদীয় উম্মতের মরতবা ও মর্যাদা এবং

কামেল নেয়ামত সমূহ পাওয়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ সুরা আহযাবের আয়াত : ৪৬–৪৭-এর মধ্যে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে "সেরাজাম মুনীরা"—'উজ্জল ও জোতিদানকারী সূর্য বা প্রদীপ" রূপে আখ্যা দিয়া তাঁহার ফয়যান বা কল্যাণ ও আলো বিতরণের যে সর্ব্বোচ্চ মর্যাদা ও বৈশিষ্টা এবং তদ্বারা উম্মতের মোমেন দিগের সর্বাধিক ফজল বা কল্যাণে ভূষিত হওয়ার সুসংবাদ দানের কথা বলা হইয়াছিল, সেই প্রতিশ্রুত ফজল বা কল্যাণ বস্তুতঃ এই চারি মর্যাদা, যাহা সুরা নেসার আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। এই জন্যই উহাদের উল্লেখের পরে পরেই বলা হইয়াছে :—

ذالك الفضل من الله অর্থাৎ—ইহা সেই ইলাহী ফযল (ঐশী কল্যাণ), যাহার ওয়াদা খাতামাননবীয়ীন মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতের মোমেনদিগকে সুরা আহযাবে দেওয়া হইয়াছিল। তেমনিভাবে খাতামান নবীয়ীন সংক্রান্ত আয়াতের শেষাংশে বলা হইয়াছিল— وكان الله بكل شيء عليما অর্থাৎ— আল্লাহ প্রত্যেক বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। আলোচ্য আয়াতের শেষাংশেও উহারই সম-অর্থে বলা হইয়াছে : كفى بالله عليما—অর্থাৎ, অসীম ও পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হিসাবে আল্লাহ্ যথেষ্ট। এই সামঞ্জস্যও ইহাই প্রমাণ করিয়া দিতেছে যে, আলোচ্য আয়াতে বস্তুতঃ রসুল করীম (সাঃ)-এর খাতামান নবীয়ীন হওয়ার প্রকৃত ব্যাখ্যা পেশ করা হইয়াছে। রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন : القران يفسر بعضه بعضا 'কুরআনের এক অংশ অন্য অংশের ব্যাখ্যা করিয়া দেয়।' উক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী, রসুল করীম (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক কল্যাণ প্রবাহের ফলে তাঁহার অনুগমনের দ্বারা তাঁহার উম্মতের ব্যক্তিগণ আপন আপন আধ্যাত্মিক যোগ্যতা ও পূণ্য ফলানুযায়ী আয়াতে বর্ণিত চারি শ্রেণীর ফযল ও এনয়াম (কল্যাণ ও পুরস্কার) প্রাপ্ত হইবে।

হযরত ইমাম রাগেব (রহঃ) তাঁহার রচিত কুরআনের অভিধান গ্রন্থ 'আল মফ্‌রাদাত ফি গরীবেল কুরআন'-এ লিখিয়াছেন :

مع يقتضى الاجتماع اما فى المكان نحو هما معا فى الدار او فى الزمان نحو ولدا معا او فى المعنى كالمتضا يفين نحو الاخ والاب فان احدهما صارا اخا للاخر فى حال ما صار الاخر اخاه و اما فى الشرف وا لرتبة نحو هما معا فى العلو -

(المفردات زير لفظ مع ص ۱۲۷۰)

অর্থাৎ— "مع (মাআ)" শব্দ দুই বা ততোধিক বস্তুর পরস্পর মিলনকে চায় এবং এই সম্মিলন চার প্রকারে হইতে পারে—

(১) দুইটি বস্তুর একই স্থানে একত্রিত হওয়া (২) দুইটি বস্তুর একই সময়ে একত্রিত হওয়া ; (৩) দুই জনের বা দুইটি বস্তুর একটি আপেক্ষিক বিষয়ে একত্রিভূত হওয়া ; (৪) দুই জনের সম মর্তবা বা সম মর্যাদা ভুক্ত হওয়া।" (মুফরাদাত পৃঃ ৪৮৬)

ইহা স্পষ্ট যে, মুহাম্মাদীয় উম্মতের ব্যক্তিগণের পূর্ববর্তী নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহগণের সঙ্গে স্থান কাল পাত্রের দিক দিয়া পরস্পর মিলন ঘটে নাই। পূর্বের পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সহিত মুহাম্মাদীয় উম্মতের যোগ্য ব্যক্তিগণের একত্রিত হওয়া একমাত্র সম মরতবা এবং সম মর্যাদা ভুক্ত হওয়ার দিক হইতেই সম্ভবপর। এই প্রকারের معيت বা সম্মিলন وتوفنا مع الابرار (آل عمران : ۱۹۳) —কুরআনী আয়াতেও বুঝানো হইয়াছে। কেননা ইহার অর্থ আমাদিগকে নেক হওয়ার অবস্থায় মৃত্যু দিও। এ অর্থ কখনও নয় যে, যখন কোন নেক ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন তাহার সঙ্গে আমাদিগকেও মৃত্যু দাও। যেহেতু ومن يطع الله و الرسول আয়াতে খয়রে-উম্মত (সর্ব-শ্রেষ্ঠ উম্মত)-এর মরতবা ও মর্যাদা বর্ণিত হইয়াছে, সেই ফযল বা কল্যাণ বর্ণিত হইয়াছে, যাহা আল্লাহ্-তায়ালা এই উম্মতের জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন, সেই হেতু আলোচ্য আয়াতে সম মর্যাদা ভুক্ত হওয়ার অর্থই হইতে পারে।

যদি বলা হয় যে, উম্মতের কেহ নবী হইতে পারিবে না, তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, উম্মতের মধ্য হইতে কাহারও সালেহ, শহীদ, এবং সিদ্দীক হওয়ারও সম্ভাবনা নাই। কেননা مع (মাআ) শব্দত প্রত্যেকের সহিত জড়িত।

مع (মাআ) শব্দের অর্থ যেহেতু আরবী অভিধান এবং কুরআনী আয়াত অনুযায়ী সম মরতবা ও সম মর্যাদা ভুক্ত হওয়াও হইয়া থাকে এবং আলোচ্য আয়াতে উক্ত অর্থ ব্যতীত অন্য কোন অর্থ প্রযুক্ত হইতে পারে না, সেহেতু আয়াতের এই ব্যাখ্যার উত্তরে যাহারা محمد رسول الله والذين معه - ان الله مع المؤمنين - ان الله مع الصابرين - هو معكم اينما كنتم -

—কুরআনের আয়াতগুলি পেশ করিয়া থাকেন, ইহা তাহাদের একটা অবান্তর চেষ্টা মাত্র। সুতরাং প্রসিদ্ধ তফসির-গ্রন্থ "বাহরুল-মুহীত" এর লিখক তাঁহার নিজের পক্ষ হইতে এবং কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিধান প্রণেতা ইমাম রাগেব (রহঃ) কর্তৃক সুরাহ্ নিসার আলোচ্য আয়াতের অর্থ নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :

والظاهر ان قوله من النبيين تفسير للذين انعم الله عليهم فكأنه قيل من يطع الله و الرسول منكم الحقه الله بالنبيين تقدمهم ممن انعم الله عليهم

من الفرق الاربع فى المنزلة و الثواب النبى بالنبى و الصديق بالصديق و الشهيد بالشهيد و الصالح بالصالح -

(تفسير بحر المحيط جلد ٣ ص ٢٨٧ مطبوعہ مصر)

অর্থাৎ—"প্রকাশ থাকে যে, এই আয়াতে, উহার 'মিনান-নাবীয়ীন' অংশ 'আন-আমাল্লাহু আলাইহিম' অংশের ব্যাখ্যা করিতেছে। অন্য কথায় বলা হইয়াছে যে, তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্ ও রসুলের অনুবর্তিতা করিবে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগকে পূর্ববর্তী পুরস্কার-প্রাপ্ত লোকদের সহিত মিলিত করিবেন। রাগেব বলিয়াছেন ইহার অর্থ—তাঁহাদিগকে বর্ণিত চারি শ্রেণীর পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সহিত মর্যাদা এবং পুরস্কারে সম্মিলিত, তথা সম পর্যায় ভুক্ত করা হইবে—তোমাদের মধ্যে যিনি নবী হইবেন তাঁহাকে নবুয়াতের মর্যাদা ও মরতবায় নবীর সহিত সমাসীন করা হইবে; যিনি সিদ্দিক হইবেন, তাঁহাকে সিদ্দিকিয়তের মর্যাদায় সিদ্দিকের সহিত; শহীদকে শাহাদতের মর্যাদায় শহীদের সহিত, এবং সালেহ্‌কে সালেহিয়তের মর্যাদায় সালেহ্‌র সহিত সমাসীন করা হইবে।"

(তফসীর বাহ্‌রুল মহীত; ৩য় খণ্ড, ২৮৭ পৃঃ, মিশরে মুদ্রিত সংস্করণ)

ইমাম রাগেবের এই ব্যাখ্যায় বর্ণিত النبى بالنبى (তোমাদের মধ্যে যিনি নবী হইবেন, তাহাকে নবীর সহিত) কথাটির দ্বারা আয়াত অনুযায়ী দুইটি বিষয়ের চরম মীমাংসা হইয়া গেল—

(১) রসুল করীম (সাঃ)-এর অনুবর্ত্তিতায় উম্মতে নবী হইবেন যেমন উম্মতে সিদ্দিক ও শহীদ এবং সালেহ্ ও হইবেন।

(২) উম্মতের নবী নবীগণের জামাতের অন্তর্ভুক্তও হইবেন, যেমন উম্মতের সিদ্দিক ও শহীদ এবং সালেহ সকল সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহর জামাতের অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা উপরোল্লিখিত আয়াতগুলিতে হযরত খাতামান নাবীয়ীন (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক ক্রিয়াশক্তির কল্যাণে তাঁহার অনুবর্তিতায় নবুওয়াত, সিদ্দিকিয়ত, শাহাদাত ও সালেহিয়ত চারি শ্রেণীর এনআম বা পুরস্কার প্রাপ্তির শুধু ওয়াদা ও সুভ-সংবাদ-ই প্রদান করেন নাই; বরং উম্মতে উহাদের প্রাপ্তির জন্য উম্মুল-কিতাব সুরাহ ফাতেহায় দোয়াও শিখাইয়াছেন :—

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين ٥

অর্থাৎ—"হে আল্লাহ! তুমি আমাদিগকে সিরাতে মুস্তাকীমে—সরল পথে পরিচালিত কর, তথা তাহাদের পথে পরিচালিত কর, যাহাদিগকে তুমি এনআম বা পুরস্কার দান করিয়াছ। তাহাদের পথে পরিচালিত হইতে আমাদিগকে

রক্ষা কর, যাহারা মাগযুবে আলাইহিম (ঐশী ক্রোধগ্রস্থ) এবং যাল্লীন (পথহারা) হইয়াছে।"

বহুল বর্ণিত হাদিস মোতাবেক রসুল করীম (সাঃ) 'মাগযুব আলাইহিম' এবং 'যাল্লীন' বলিতে যথাক্রমে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগকে বুঝাইয়াছেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টতঃ ইহাই বুঝা যায় যে, এই উভয় জাতি আধ্যাত্মিক অধঃপতনের শিকার হইয়া যখন মাগযুব এবং যাল্লীনে পরিণত হয় তখন হইতেই তাহারা নবুওয়াত সহ যে সমস্ত আধ্যাত্মিক পুরস্কারের পূর্বে অধিকারী ছিল, ঐ সকল হইতে তাহারা বঞ্চিত হইয়া যায়। আল্লাহ্‌তায়ালা কুরআন শরীফে বলিয়াছেন :

—'মুসা তাঁর কওমকে বলিলেন যে, হে আমার কওম! তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র পুরস্কারের কথা স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে নবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে বাদশাহ বানাইয়াছেন।'

(আল-মায়েদা, : ২০)

সুতরাং وجعلنا فى ذريته النبوة

অর্থাৎ—"ইব্রাহীমের বংশের মধ্যে আমরা নবুওয়াত নির্ধারিত করিয়াছি"—আয়াত মোতাবেক হযরত ইব্রাহিমের বংশের একাংশ বনী-ইসহাক তথা বনী-ইস্রাইলের মধ্যে ক্রমাগত নবী হইয়াছেন। সেই পুরস্কারের কথাই হযরত মুসা (আঃ) তাঁহার কওম বনী ইস্রাইল তথা ইহুদীগণকে বলিতেছেন। তাঁহার পর ইহুদীদের মধ্যে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত তৌরাতের অনুগত বহু নবী আসিতে থাকেন। তাঁহারা কোন নতুন শরীয়ত আনয়ন করেন নাই, তাঁহাদিগকে দেওয়া ঐশীজ্ঞানের আলোকে তৌরাতেরই শিক্ষার দ্বারা ইহুদীদের মধ্যে ন্যায়বিচার ও মীমাংসা এবং এসলাহর উদ্দেশ্যে তাঁহারা আগমন করেন। যথা তাহাদেরই সম্বন্ধে কুরআন শরীফবলে :

"নিশ্চয় আমরা তৌরাত নাযিল করিয়াছি। উহার মধ্যে হেদায়েত এবং নূর আছে। উহার দ্বারা অনুগত নবীগণ ইহুদীদের মধ্যে মীমাংসা করিতেন।"

(আল-মায়েদা,—রুকু, ৭ আয়াত নং ২৭)

হযরত ঈসা (আঃ)-এর শুধু অস্বীকারই নয়, বরং তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুর ও পৈষাচিক ব্যবহার করার কারণে ইহুদীদের চরম নৈতিকও আধ্যাত্মিক অধঃপতন ঘটিয়ে তাহারা (সুরা মায়েদার ১১নং রুকুতে বর্ণিত আয়াত অনুযায়ী) অভিশপ্ত এবং (সুরাহ্‌ ফাতেহার শেষোক্ত আয়েতের ব্যাখ্যায় বহুল সংখ্যক প্রামাণিক হাদিসে বর্ণিত রসুল (সাঃ)-এর উক্তি অনুযায়ী) তাহারা মগযুব সাব্যস্ত হইয়া নবুওয়াতের এনআম হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইল। খৃষ্টানগণও শীঘ্রই সেই সত্যপথ, যাহার উপর চলিয়া তাহারা ঐশী পুরস্কার সমূহের অধিকারী হইতে পারিত, উহা তাহাদের বিকৃত ও অন্ধকারপূর্ণ ধর্ম-বিশ্বাস ও বিপথ-গামীতার ফলে হারাইয়া ফেলিল।

অতঃপর আল্লাহ্‌তায়ালা ঐশী পুরস্কার নবুওয়াতের মোড় ঘুরাইয়া দিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশের প্রতিশ্রুত দ্বিতীয় অংশ বনী ইসমাইলের দিকে। তাহাদের মধ্য হইতে নবী-শ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে আল্লাহ্‌তায়ালা নবুওয়াতের সমস্ত কামালাতের পূর্ণতম আধার রূপে আবির্ভূত করিলেন। তিনি হইলেন 'সাইয়াদুল আওয়ালীন ওয়াল আখেরীন' অর্থাৎ 'পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের নেতা ও প্রভু'। (হাদিসগ্রন্থ দায়লামী)। তাঁহার সর্বোচ্চ প্রশংসা 'খাতামান নবীয়ীন' ও 'সেরাজাম-মুনীরা' অনুযায়ী তাঁহার আধ্যাত্মিক কল্যাণ প্রবাহ ও আলো বিতরণের সর্বপ্রধান গুণের মাধ্যমে তাঁহার 'খয়রে উম্মত' (সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত)-কে পূর্ববর্তীদের সকল কামালাত ও এনআমের উত্তরাধিকারী করা হইল।

সুরাহ্ ফাতেহার শেষের এই আয়াতগুলিতে শিখানো দোয়ার মধ্যে 'সেরাতে-মোস্তাকীম'-এর হেদায়েত তথা হযরত খাতামান-নবীয়ীন (সাঃ)-এর আদর্শ ও শিক্ষার পূর্ণ অনুগমন করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়ার অর্থাৎ নবুয়াত, সিদ্দিকিয়ত, শাহাদাত ও সালেহিয়তের চারি শ্রেণীর পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার পূর্ণ আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে; এবং তাহার সঙ্গেই এই দোয়া করারও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা যেন পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়ার পর কোন সময় ইহুদী ও খৃষ্টানদের মত মাগ্‌যুব এবং যাল্লীনে পরিণত হইয়া প্রতিশ্রুত উক্ত পুরস্কার সমূহ হইতে বঞ্চিত না হইয়া যায়।

—'ফাফ্, হামু ওয়া তাদাব্বারু'।

—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মোকাম সম্বন্ধে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ

"আমরা ইহলৌকিক জীবনে যে বিশ্বাস পোষণ করি, যাহা লইয়া আমরা সৃষ্টিকর্তার অপার অনুগ্রহে এই নশ্বর জগত হইতে প্রস্থান করিব, তাহা এই যে, আমাদের প্রভু ও নেতা, হযরত মোহাম্মাদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতেছেন খাতামান, নাবীয়ীন এবং খাইরুল মুরসালীন, যাঁহার হস্তে ধর্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সেই পুরস্কার চরমত্বে পৌঁছিয়াছে, যাহার দ্বারা মানুষ সত্য পথ গ্রহণ করিয়া খোদা পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে।"

[ইযালায়ে আওহাম]

"জনাব সাইয়েদানা ওয়া মাওলানা, সাইয়েদুল কুল ওয়া আফযালুর রুসুল হযরত খাতামান নাবীয়ীন মোহাম্মাদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য এক উচ্চস্থান ও উন্নত মর্যাদা আছে, যাহা একমাত্র সেই পূর্ণগুণময় ব্যক্তিত্বের মধ্যেই শেষ হইয়া গিয়াছে। কাহারও পক্ষে উক্ত মর্যাদালাভ করা দূরে থাকুক, উক্ত মর্যাদার তাৎপর্য উপলব্ধি করাও কঠিন।" [তৌযিহে মারাম]

হাদিস শরীফ

॥ উম্মতে নবুওত ॥

(১)

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলালাহে ও সাল্লামের পুত্র ইব্‌রাহীমের ওফাত হওয়ার পর রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম জানাযার নামায পড়াইয়া বলিলেন :

"বেহেশ্‌তে তাহার জন্য এক জন স্তন্যদায়িকা ধাত্রী আছে।" আরো বলিলেন, "সে জীবিত থাকিলে নিশ্চয়ই সিদ্দিক নবী হইত।"

(ইব্‌নে মাজা কিতাবুল্ জানায়েয)

এই হাদিস 'ইব্‌নে মাজাতে' আছে। ইহা 'সেহাহ্ সেত্তার' অন্যতম কেতাব। উপরোক্ত হাদিস তিনটি বিভিন্ন ধারাবাহিক উপায়ে বর্ণিত হইয়াছে। 'শেহাব আলাল্-বয়েযাবী, ৭ম জেল্‌দ, ১৭৫ পৃষ্ঠায় এই হাদিস সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

"এই হাদিসের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। কারণ, ইহা ইব্‌নে-মাজা প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন।"

হযরত ইমাম আলী, আল্‌কারী হানাফী ফেকাহ্‌র এক জন অতি বড় ইমাম। তিনি এই হাদিস সহযোগে নবুওতের সম্ভাবনা প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বলেন :—

"ইব্‌রাহীম জীবিত থাকিলে এবং নবী হইলে এবং সেই প্রকারে হযরত উমর (রাযিঃ) নবী হইলে—তাঁহারা দুই জনই তাঁহার (সাঃ) অনুবর্তীই' থাকিতেন।"

('মাওযুআতে কবির,' ৫৮ পৃঃ)

তারপর, তাঁহার নবী হওয়া 'খাতামুন্-নাবীয়ীন,' সংক্রান্ত আয়েতের বিরুদ্ধ না হওয়া সম্বন্ধেও বলিয়াছেন :—

"তাঁহার নবী হওয়া খোদা-তায়ালার বাক্য 'খাতামুন্-নাবীয়ীনের' বিরোধী নয়। কারণ 'খোতামুন-নাবীয়ীন' অর্থ, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের পর এমন নবী আসিতে পারেন না, যিনি তাঁহার শরীয়ত 'মনসুখ' (রহিত) করিবেন এবং তাঁহার উম্মত হইতে হইবেন না।" ('মাওযুআতে কবীর')

রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের পুত্র সাহেবযাদা ইবরাহীম হিজরী ৯ সনে ওফাত প্রাপ্ত হন এবং খাতামুন-নাবীয়ীন সংক্রান্ত আয়েত হিজরী ৫ সনে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অন্য কথায়, 'খাতামুন-নাবীয়ীন' সংক্রান্ত আয়েত অবতরণের পাঁচ বৎসর পর আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম বলিলেন যে, তাঁহার পুত্র ইবরাহীম জীবিত থাকিলে

নিশ্চয়ই নবী হইতেন। ইহা হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের মতে তিনি নবী না হওয়ার কারণ তাঁহার অকাল মৃত্যু এবং 'খাতামুন-নাবীয়ীন' আয়েত অবতীর্ণ হওয়া নহে। যদি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের পর তাঁহার অনুবর্তী নবী আসিতে 'খাতামুন-নাবীয়ীন' সংক্রান্ত আয়েত পরিপন্থী হইত, তাহা হইলে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম কখনো বলিতেন না যে, তাঁহার পুত্র ইবরাহীম জীবিত থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই নবী হইতেন ; বরং তিনি বলিতেন, "ইবরাহীম জীবিত থাকিলেও নবী হইত না। কারণ, ইহাতে খাতামুন নাবীয়ীন সংক্রান্ত আয়েতের বাধা আছে।"

ইমাম আলী আল-কারী এই হাদিসের ব্যাখ্যায় 'খাতামুন-নাবীয়ীন'-এর অর্থের দুইটি শর্ত নির্ধারণ করিয়াছেন। প্রথম, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের পর এমন কোন নবী আসিতে পারেন না, যিনি তাঁহার শরীয়ত 'মনসুখ' (রহিত) করিবেন। দ্বিতীয়, তাঁহার পর এমন কোন নবী আসিতে পারেন না, যিনি তাঁহার উম্মতের বাহির হইতে হইবেন। অন্য কথায়, ইমাম আলী আল-কারী আলাইহের রহমতের মতে 'খাতামুন-নাবীয়ীন' সংক্রান্ত আয়েত শুধু অমুসলমানগণের মধ্য হইতে কেহ নবী হওয়া রোধ করে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের অনুবর্তিতা দ্বারা মুহাম্মদীয় উম্মতে কেহ নবী হওয়া রোধ করে না।

(২)

অন্য এক হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম বলিয়াছেন :—

"ভবিষ্যতে কোন নবী হওয়া বাদে আবু বকর (রাযিঃ) এই উম্মতে সকলের শ্রেষ্ঠ।"

(কনুযুল হাকায়েক)

আরো এক হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে :—

"হযরত আবু বকর আমার পর সব মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভবিষ্যতে আগমনকারী কোন নবী ব্যতীত।"

(কানযুল উম্মাল, তাবারানী ; 'ইবনে আদি, জামে-উস্-সাগীর ইমাম সুউতী প্রণীত পৃঃ ৫)

এই উভয় হাদিসে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম الا ان يكون نبى ('ভবিষ্যতে আগমনকারী কোন নবী ছাড়া') বাক্য ব্যবহার পূর্বক এই উম্মতে ভবিষ্যতে নবী আগমনের সম্ভাবনা নির্দেশ করিয়াছেন। নচেৎ, তিনি কখনো এরূপ কথা বলিতেন না।

(৩)

হযরত রসুল করীম (সাঃ) মুহাম্মদীয় উম্মতের প্রতিশ্রুত (মওউদ) মসীহকে চারিবার "নবী উল্লাহ্" (আল্লাহর নবী) বলিয়া বর্ণনা

করিয়াছেন এবং তাঁহার উপর ওহী নাযেল হওয়ার কথাও বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন সহীহ্ মুস্লিম শরীফে হযরত আবু নওয়াস (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদিসে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলিয়াছেন :

("যখন মসিহ্ মওউদ ইয়াজুজ মাজুজের সময় আসিবেন,) তখন সেই 'মসিহ নবী উল্লাহ' (আল্লাহ্‌র নবী ঈসা) এবং তাঁহার সাথী শত্রু দ্বারা পরিবেষ্ট ও অবরুদ্ধ হইয়া পড়িবেন।..... তখন আবার 'নবী-উল্লাহ মসিহ' (আল্লাহ্‌র নবী মসিহ্) এবং তাঁহার সাথীগণ খোদার প্রতি মনোনিবেশ করিবেন।.....তখন আবার 'নবী-উল্লাহ মসিহ' (আল্লাহ্‌র নবী মসিহ্) ও তাঁহার সাথী এক বিশেষ স্থানে অবতরণ করিবেন।...অতঃপর 'নবী উল্লাহ মসিহ্' (আললাহ্‌র নবী মসিহ্) এবং তাঁহার সাথী খোদা-তালার নিকট গভীর ভাবে মোনাজাত করিবেন।"

['সহিহ্ মুসলিম']

"খোদা-তালা প্রতিশ্রুত ঈসাকে অহী করিবেন: আমি কতক বান্দা (অর্থাৎ ইয়াজুজ মাজুজ) বাহির করিয়াছি, যাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার কাহারো শক্তি নাই।'

('সহিহ্ মুসলিম')

["খতমে-নবুওত ও আহ্‌মদীয়া জামাত" পুস্তক হইতে উদ্ধৃত] —আঃ সাঃ মঃ

সর্ব স্বীকৃত বুজুর্গানে দ্বীনের দৃষ্টিতে খতমে নবুওত

(১)

ধর্মের অর্ধাংশের শিক্ষয়ত্রী হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযিআল্লাহু আনহার উক্তি সর্ব প্রথমে উপস্থিত করিতেছি। তিনি বলেন :—

"তোমরা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লামকে খাতামুল-আম্বিয়া বলিবে—তাঁহার পর কোন নবী নাই, একথা বলিও না।"

(তাক্‌মেলা-মজমাউল বেহার, পৃঃ ৮৫, তফসীর আদদুররেল মানসুর ৫ম খণ্ড পৃঃ ২০৪)

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উম্মুল-মুমেনীন (রাযিঃ) 'খাতামুন-নাবীয়ীন' বলিতে অধুনা উলামা কৃত অর্থ শুধু 'শেষ নবী' মনে করিতেন না, বরং এই অর্থ গ্রহণ করিতে এবং ইহাকে প্রচার করিতে সমগ্র উম্মতকে নিষেধ করিয়াছেন।

(২)

ইমাম মুহাম্মদ তাহের (রহঃ) উল্লিখিত উদ্ধৃতির ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, হযরত

আয়েশার এই উক্তি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদিস "লা-নাবীয়া বাদী" এর বিরোধী নয়। তিনি বলেন :

"আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লালের উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, এমন কোন নবী হইবেন না, যিনি তাঁহার শরীয়ত রহিত করিবেন।"

('তাক্‌মেলা মাজমাউল-বেহার, ৮৫ পৃঃ)

(৩)

হযরত ইমাম আলী কারী (রহঃ) বলেন :

"আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের পর এমন কোন নবী আসিতে পারেন না যিনি তাঁহার শরীয়ত রহিত করিবেন এবং তাঁহার উম্মত হইতে হইবেন না।"

(মওযূয়াতে কবীর)

(৪)

সুফী-কুল-শিরোমণি হযরত শেখ আকবর মুহিউদ্দীন ইবনুল আরবী আলাইহের রহমত লিখিয়াছেন :—

(ক) "রসুল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের আগমনে যে নবুওত বন্ধ হইয়াছে তাহা শুধু শরীয়ত আনয়নকারী (তশরিয়ী) নবুওত—নবুওতের মোকাম নহে। সুতরাং এমন কোন শরীয়ত আসিবে না; যাহা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের শরীয়তকে রহিত করিবে কিংবা তাঁহার শরিয়তের কোন আদেশ বৃদ্ধি করিবে। রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের নিম্ন-লিখিত উক্তিও উপরোক্ত অর্থই বহন করে :

"ইন্নার রেসালাতা ওয়ান্নাবুয়াতা কাদ ইনকাতায়াত ফালা রসুলা বা'দী ওয়ালা নবীয়া।"

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের এই হাদিসের অর্থ এই যে ভবিষ্যতে এমন কোন নবী হইতে পারে না, যিনি আমার শরীয়তের বিরোধী হইবেন, বরং যখনই কোন নবী হইবেন, তিনি আমার অধীনে হইবেনই।"

('ফাতুহাতে-মক্কিয়া ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩)

(খ) "সুতরাং নবুওত সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া যায় নাই। এই জন্যই আমরা বলিয়াছি যে, তশরিয়ী নবুওত উঠিয়া গিয়াছে এবং ইহাই হাদিসের অর্থ।"

(ফাতুহাতে-মক্কিয়া, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪)

(গ) তাঁহার মতে খাতামুন-নাবীয়ীন-এর অর্থও 'শেষ শরীয়ত-দাতা নবী'। যেমন, তিনি বলেন :—

"আরম্ভ এবং শেষ করিবার বিষয়াবলীর মধ্যে শরীয়তের অবতরণ অন্যতম। আল্লাহতালা শরীয়ত অবতরণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের শরীয়ত দ্বারা শেষ করিয়াছেন। সুতরাং, তিনি 'খাতামুন নাবীয়ীন।"

('ফাতুহাতে-মক্কিয়া, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৫-৫৬)

(ঘ) অতঃপর, শেখ আকবর আলাইহের রহমত 'নবুওত মুতলাকা' অর্থাৎ উম্মতের মধ্যে সাধারণ নবুওতের পদ জারী থাকা সম্বন্ধে বলেন :

"কোন সন্দেহ নাই, নবুওয়াত কিয়ামতের দিন পর্যন্ত সৃষ্টির মধ্যে জারী থাকিবে, যদিও নূতন শরীয়ত আনয়ন বন্ধ হইয়াছে। সুতরাং

শরীয়ত আনয়ন নবুওতের অংশগুলির মধ্যে একটি অংশ বটে।

('ফাতুহাতে-মক্কিয়া, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬০)

(৫)

হযরত পীরানে পীর সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কুদ্দেস সিররুহু) বলেন :—

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্-তায়ালা আমাদিগকে গোপনে তাঁহার বাক্য এবং রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের বাক্যের অর্থ সম্বন্ধে অবহিত করেন এবং এইরূপ মর্যাদাবান পুরুষকে "আম্বিয়াউল আওলিয়া বলা" হয়।"

(আল-ইয়াকিতুল জাওয়াহের, নেবরাস)

(৬)

বুজুর্গানে দ্বীন যে নবুওয়াত আওলিয়াগণের মধ্যে অব্যাহত থাকা বিশ্বাস করেন. তাহা 'নিছক বিলায়েত' ('শুধু অলি হওয়া') অপেক্ষা উচ্চতর। এই মোকামের শান সম্বন্ধে 'আরিফে রাব্বানী' হযরত আবদুল করীম জীল'নী আলাইহের রহমত বলেন :—

"রুহানী উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত প্রত্যেক নবুওত অলির বেলায়েত হইতে শ্রেষ্ঠ। এই জন্যই বলা হয় যে, ওলির চরম পরিণতি নবুওতের প্রথম ধাপ। সুতরাং এই সুক্ষ্ম তত্বটি হৃদয়ঙ্গম কর এবং ভাবিয়া দেখ যে, কিরূপে ইহা আমাদের স্বধর্মীয়দের মধ্যে অনেকের নিকট প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।" অর্থাৎ, তাঁহারা নবুওতুল বেলায়েতকে নিছক বেলায়েতের একটা পর্যায় বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন, ইহা ঠিক নয়।

(আল-ইনসানুল কামেল, পৃঃ ৮৫)

অতঃপর, আরিফে রাব্বানী আরও লিখিয়াছেন :

"অনেক নবীর নবুওতও 'অলিগণের নবুওয়াতের' ন্যায় নবুওয়াতুল-বেলায়েত, যেমন খেযার আলাইহেস্ সালামের নবুওত এবং হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালামের নবুওত, যখন তিনি পৃথিবীতে অবতরণ করিবেন, তখন তাঁহার নবুওযাত 'তশরীয়ী' (শরীয়তবাহী) হইবে না। বনি-ইস্রয়ীলের অন্যান্য নবীগণেরও একই অবস্থা।" (অর্থাৎ, তাঁহাদের নবুওয়াত 'নবুওয়াতুল-বেলায়েত' ছিল, তথা তশরীয়ী নবুওত ছিল না।) ('আল-ইনসানুল-কামেল)

এই যে নবুওতুল-বেলায়েত সহ প্রতিশ্রুত মসিহের আগমন হইবে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, শেখ আকবর হযরত মুহিউদ্দীন ইবনুল-আরাবী ইহাকে 'নবুওয়াতে মুৎলাকা বা সাধারণ নবুওয়াত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন :—

"হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালাম 'নবুওতে মুৎলাকার অধিকারী।" অলি স্বরূপ অবতরণ করিবেন। (ফতুহাতে-মক্কিয়া)

আরো বলিয়াছেন :—

"হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালাম আমাদের

মধ্যে 'হাকাম'—মীমাংসাকারীরূপে শরীয়ত ব্যতিরেকে অবতরণ করিবেন এবং কোন সন্দেহ নাই যে, তিনি নবী হইবেন।"

(ফাতুহাতে-মক্কিয়া)

(৭)

আহ্‌লে হাদিসদের শীর্ষ স্থানীয় আলেম নবাব সিদ্দীক হাসান খান (ভুপালবী) লিখিয়াছেন :

"যে ব্যক্তি এই আকিদা রাখিবে যে, হযরত মসিহ্ (আঃ) নবুওত বিচ্যুত হইয়া (তথা শুধু উম্মতি হইয়া) আসিবেন, সে খোলা-খুলি কাফের। যেমন, ইমাম সুউতী এই সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

(হেজাজুল-কেরামা, পৃঃ ৪৩১)

(৮)

হযরত ইমাম আবদুল ওয়াহাব শা'রানী আলাইহির রহমত লিখিয়াছেন :—

"সুতরাং, কোন সন্দেহ নাই যে, শুধু সাধারণ নবুওত (মুৎলাকা নবুওত) উঠিয়া যায় নাই—কেবল মাত্র শরীয়তবাহী ('তশরীয়ী) নবুওত বন্ধ হইয়াছে।" ['আল-ইউওয়াকিতু-ও অ'ল-জাওয়াহের, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫]

তিনি আরও বলিয়াছেন :

"রাসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের হাদিস—"আমার বাদ নবী বা রাসুল নাই"—দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, তাঁহার পর 'শরীয়ত-দাতা' কোন নবী নাই।" (ঐ)

(৯)

আরেফে রব্বানী সৈয়দ আবদুল করিম জিলানী আলাইহের রহমত বলেন :—

"আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের পর 'শরীয়ত-বাহী ('তশরীয়ী) নবুওত বন্ধ হইয়াছে এবং এই হিসাবে মোহাম্মাদ (সাঃ) খাতামুন-নাবীয়ীন ; যেহেতু তিনি পূর্ণ শরিয়ত সহকারে আসিয়াছেন এবং এই ভাবে পূর্ণ শরীয়ত সহকারে আর কেহই আগমন করেন নাই।"

[আল-ইনসানুল কামেল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৮ মিশরে ছুদৃত]

(১০)

সুবিখ্যাত সুফি হযরত মৌলানা রুমি আলাইহের রহমত লিখিয়াছেন :—

"খোদার পথে পুণ্যার্জনের এমন চেষ্টা কর, যেন উম্মতের মধ্যে নবুওতের অধিকারী হইতে পার।" [মসনবী]

(১১)

হযরত সৈয়দ অলিউল্লাহ্ শাহ্ মুহাদ্দেস দেহলবী আলাইহের রহমত বলেন :

"আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের দ্বারা নবুওত খতম হইয়াছে, ইহার অর্থ এই যে, তাঁহার পর এমন কোন নবী আগমন করিবেন না, যাঁহাকে খোদাতায়ালা শরীয়ত দিয়া লোকের প্রতি মামুর (আদিষ্ট) করিরেন।"

(তফহীমাতে এলাহীয়া, পৃঃ ৫৩)

(১২)

হযরত মৌলবী আবদুল হাই লক্ষৌবি ফিরিঙ্গী-মহল্লী বলেন :—

"আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পর, কিংবা তাঁহার সময়ে কাহারো শুধু নবী হওয়া অসম্ভব নহে। পরন্তু নূতন শরীয়ত ধারী নবীর আগমন অসম্ভব।"

(দাফে-উল-ওস্‌ওয়াস্ পৃঃ ১২)

(১৩)

নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁ সাহেব বলেন :—

"আমার মৃত্যুর পর কোন অহী নাই"—হাদিসের কোন ভিত্তি নাই। অবশ্য "আমার পরে কোন নবী নাই," বর্ণিত হইয়াছে। জ্ঞানীদের নিকট ইহার অর্থ এই যে, "আমার পর শরীয়ত রহিত-কারী কোন নবী আসিবেন না।"

(একতরাবুস্-সা'আ, পৃঃ ১৬১)

(১৪)

হযরত মৌলানা মোহাম্মাদ কাশেম নানতবী (রহঃ), দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা বলেন :—

"সর্ব সাধারণের ধারণানুসারে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম 'খাতামুন নাবীয়ীন' হওয়ার অর্থ এই যে, তাঁহার যুগ সকল নবীর পরে এবং তিনি সকল নবীর শেষ। কিন্তু সূক্ষ্ম-দর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট ইহা দেদীপ্যমান সত্য যে, সময়ের অগ্র পশ্চাতের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে কোনই শ্রেষ্ঠত্ব নাই। সুতরাং, প্রশংসা স্থলে "ও লারকিরাসুলুল্লাহে ও খাতামান-নাবীয়ীন" (কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসুল ও খাতামান-নাবীয়ীন) বলা কি ভাবে যথার্থ হইতে পারে?" (তহযিরুন-নাস, পৃঃ ৩)

অন্য কথায়, "খাতামান নাবীয়ীন"-এর অর্থ ন্যায় 'শুধু শেষ নবী' করা তাঁহার মতে সাধারণ লোকের কৃত অর্থ এবং ইহা বিচারশীল বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের কৃত অর্থ নয়।

অতঃপর, তিনি 'খাতামুন-নাবীয়ীন'-এর অর্থ করিয়াছেন :—

"আঁ-হযরত (সাঃ) নবুওতের মৌলিক গুণে গুণান্বিত ছিলেন এবং তিনি ভিন্ন অন্যান্য নবীগণ নবুয়তের মৌলিক গুণে গুণান্বিত ছিলেন না। অন্যান্যগণের নবুওত তাঁহার কল্যাণ প্রসূত, কিন্তু তাঁহার নবুওত অন্যের কল্যাণে নয়। এই প্রকারে তাঁহার উপরে নবুওতের সেলসেলা মোহরাবদ্ধ হইয়া যায়। বস্তুতঃ তিনি যেমন আল্লাহর নবী, তেমনী নবীগণেরও নবী।"

(তহযিরুন-নাস, পৃঃ ৩-৪)

"বস্তুতঃ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের পরেও যদি কোন নবী পয়দা হন, তথাপি মুহাম্মদী খাতেমিয়তে কোনই পার্থক্য ঘটিবে না।" (তহযিরুন নাস্, পৃঃ ২৮)

এই হইল সর্ব জন-মান্য বুজুর্গানের উক্তি, যাঁহারা ধর্ম-জ্ঞান, বিচার ক্ষমতা এবং ঐশী প্রেমে মগ্ন হওয়ার দিক দিয়া এত উচ্চ ও মহান যে, সকল মোমেন মুসলমানই তাঁহাদের পাদুকা বহনেও গৌরবানুভব করিবেন। এই উজ্জ্বল নক্ষত্রগণের যুগ সাহাবাগণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। হেজায, সিরিয়া, তুর্কি, এরাক, স্পেন এবং ভারতবর্ষের ইহারা সুপ্রসিদ্ধ বুজুর্গ।

এই বুজুর্গাণ 'খাতামু-নাবীয়ীন' আয়েত এবং 'লা-নাবীয়া বাদী' প্রভৃতি হাদিস দ্বারা যে প্রকার নবুওত বন্ধ হইয়াছে তাহার এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের পর কোন শরীয়তদাতা ও স্বাধীন নবী আসিতে পারেন না। তাঁহাদের মতে, 'উম্মতি নবীর' আগমন 'খতমে নবুওতের' বিরোধী নয়। সুতরাং, তাঁহারা সকলেই উম্মতে আগমনকারী মসিহ্ মওউদকে 'উম্মতি নবী' বলিয়া স্বীকার করেন।

আহ্মদীরা খতমে নবুওতের ঐ অর্থই মানিয়া চলেন যাহা ইসলামের সর্বমান্য বুজুর্গানরা সর্বকালে করিয়া গিয়াছেন।

আহ্মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) বলেন :

"নবুওয়াতের দাবীতে ইহা বুঝায় না যে, আমি (নাউযুবিল্লাহ্) আঁ-হযরত (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম)-এর মোকাবিলায় দণ্ডায়মান হইয়া কোন দাবী পেশ করিতেছি, অথবা কোন নূতন শরীয়ত আনয়ন করিয়াছি বরং আমার নবুওয়াত শুধু অজ্ঞেয় বিষয়াবলী ও ভবিষ্যৎ সংবাদাদী অধ্যুষিত) ঐশী-বাণী ও ঐশী বাক্যালাপের আধিক্যকে বুঝায়, যাহা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আনুগত্য ও অনুগমনেই হাসেল হইতে পারে। সুতরাং আল্লাহ্র সহিত বাক্যালাপ ও তাঁহার বাণী লাভ (মোকালামা মোখাতাবা) আপনারাও মানেন। সুতরাং ইহা শব্দগত মতভেদ —অর্থাৎ আপনারা যে বিষয়ের নাম 'মোকালামা মোখাতাবা' রাখেন, আমি তাহার আধিক্যের নাম আল্লাহ্র নির্দেশানুযায়ী নবুওত রাখি। ولكل ان يصطلح (এবং নিজের উদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্য পরিভাষা (ইস্তেলাহ্) প্রয়োগের প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার আছে)।"

(তাতিম্মা, হাকিকাতুল-ওয়াহী, পৃঃ ৬৮)

"ইহার (তথা মোহাম্মাদীয় নবুওতের) পূর্ণ অনুবর্তী কেবল নবী নামে অভিহিত হইতে পারে না, কারণ ইহাতে পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন মোহাম্মদীয় নবুওতের অবমাননা হয়। অবশ্য উম্মতি ও নবী এই উভয় শব্দ সম্মিলিতভাবে তৎপ্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে। কারণ, ইহাতে পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন মোহাম্মাদীয় নবুওতের কোন অবমাননা হয় না ; বরং সেই নবুওতের জ্যোতিঃ এই আশিস বিতরণ দ্বারা আরো উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়।' (আল-ওসিয়ত)

"নতুন শরীয়ত, নতুন দাবী এবং নতুন নাম হিসাবে আমি নবী ও রসুল নহি।"

[নুযুলুল মসিহ পৃঃ ৩]

["খতমে নবুওত ও আহ্মদীয়া জামাত" প্রভৃতি পুস্তক হইতে সংকলিত—আঃ সাঃ মঃ]

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

যখন দুইটি দল পরস্পর দন্দ্বে লিপ্ত হয় এবং দন্দ্ব চরমে গিয়া পৌঁছে, তখন যে দলটি আল্লাহর দৃষ্টিতে মুত্তাকী এবং পরহেজগার হয়, আসমান হইতে তাহার জন্য সাহায্য অবতীর্ণ হয় এবং এইরূপে ঐশী মীমাংসার দ্বারা ধর্মীয় মত বিরোধের নিষ্পত্তি হয়।

তোমরা সেই ব্যক্তির জামাত, যাহাকে আল্লাহ নেকী ও তাকওয়ার এবং পুণ্য ও নিষ্ঠার আদর্শ দেখাইবার জন্য মনোনীত করিয়াছেন।

"হে বন্ধুগণ! নিশ্চয় জানিও, মুত্তাকী (নিষ্ঠাবান) কখনও বিনষ্ট হয় না। যখন দুইটি দল পরস্পর দন্দ্বে লিপ্ত হয় এবং দন্দ্ব চরমে গিয়া পৌঁছে, তখন যে দলটি আল্লাহর দৃষ্টিতে মুত্তাকী এবং পরহেজগার হয়, আসমান হইতে তাহার জন্য সাহায্য অবতীর্ণ হয় এবং এইরূপে ঐশী মীমাংসার দ্বারা ধর্মীয় মত বিরোধের নিষ্পত্তি হয়।

দেখ, আমাদের প্রভু ও নেতা আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কিরূপ দুর্বল অবস্থায় মক্কায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং সেই সময় আবু জাহল ইত্যাদি কাফেরগণ কতই না ঐশ্বর্য ও প্রভুত্বের অধিকারী ছিল। লক্ষ লক্ষ লোক আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রাণের শত্রু হইয়া গিয়াছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও উহা কি ছিল, যাহা অবশেষে আমাদের নবী (সাঃ) এর বিজয় লাভের কারণ হইয়াছিল? নিশ্চয় জানিও যে, উহা ছিল সেই সত্যপরায়নতা, নিষ্ঠা, মনের পবিত্রতা এবং সত্যবাদীতা। সুতরাং হে ভ্রাতাগণ! এই পথ অনুসরণ কর এবং এই গৃহে প্রবলবেগে প্রবিষ্ট হও। তোমরা অচিরেই দেখিতে পাইবে যে, খোদাতায়ালা আমাদের সাহায্যে আগাইয়া আসিতেছেন। সেই খোদা যিনি চক্ষুর অগোচরে আছেন, কিন্তু সকল বস্তু হইতে অধিকতর দীপ্তমান, যাঁহার জালালে (প্রতাপে) ফেরেস্তাগণও কম্পমান, তিনি চালাকি চাতুরী পছন্দ করেন না। তিনি তকওয়াশীল দিগের প্রতি সদয় হন। সুতরাং তাঁহাকে ভয় কর এবং প্রত্যেক কথা বুঝিয়া শুনিয়া বল। তোমরা সেই ব্যক্তির জামাত, যাহাকে আল্লাহ্ নেকী ও তাকওয়ার এবং পূণ্য ও নিষ্ঠার আদর্শ দেখাইবার জন্য মনোনীত করিয়াছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি পাপ পরিত্যাগ করে না

এবং তাহার জিহ্বা মিথ্যা হইত এবং তাহার অন্তর অপবিত্র চিন্তা হইতে বিরত থাকে না, সে এই জামাত হইতে কাটা যাইবে। হে খোদার বান্দাগণ! তোমাদের অন্তর পরিষ্কার কর এবং আভ্যন্তরীন অবস্থা ধৌত কর। তোমরা কপটতা এবং শঠতার দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পার কিন্তু খোদাকে এই স্বভাবের দ্বারা ক্রোধান্বিত করিয়া তুলিবে। নিজেদের প্রাণের প্রতি সদয় হও এবং নিজেদের সন্তান সন্ততিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা কর। ইহা কখনও সম্ভবপর নয় যে, খোদা তোমাদের প্রতি এমতাবস্থায়ও সন্তুষ্ট হইবেন যে, তোমর তোমাদের অন্তরে অন্য কাহাকেও তাঁহা হইতে প্রিয়তর জ্ঞান কর; তাঁহার পথে নিজেকে উৎসর্গ কর এবং তাঁহার জন্য বিলিন হইয়া যাও এবং সর্বোতঃভাবে তাঁহারই হইয়া যাও, যদি এই দুনিয়াতেই তাঁহার দর্শণ লাভ করিতে চাও।" (রাযে হাকিকাত, ৩, ৪, ৫,)

অনুবাদ—আহমদ সাদেক মাহমুদ

"মুহাম্মদীয় নবুয়াত ব্যতিরেকে সমস্ত নবুয়াতের দুয়ার বন্ধ"

"আমি যদি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত না হইতাম এবং তাঁহার পায়রবী (আনুগত্য) না করিতাম, অথচ পৃথিবীর সমস্ত পর্বতের সমষ্টি বরাবর আমার পূণ্য কর্মের উচ্চতা ও ওজন হইত, তাহা হইলেও আমি কখনও খোদার সহিত বাক্যালাপ ও তাঁহার বাণী লাভের সম্মানের অধিকারী হইতে পারিতাম না। কেননা এখন মুহাম্মদীয় নবুয়াত ব্যতিরেকে অপর সমস্ত নবুয়াতের দুয়ার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শরীয়ত লইয়া আর কোন নবী আসিতে পারেন না। অবশ্য, শরীয়ত ব্যতিরেকে নবী হইতে পারেন। কিন্তু এইরূপ নবী শুধু তিনিই হইতে পারেন, যিনি প্রথমে রসুল করীম (সাঃ)-এর উম্মতী (অনুবর্ত্তী) হয়েন।"

—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) [তাজাল্লিয়াতে এলাহিয়া পৃঃ ২৬ [

ঈদের খোৎবা

হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসিহ সানী (রাঃ)

(২রা মে, ১৯৫৭ ইং তারিখে রবওয়ায় প্রদত্ত)

আমি বন্ধুগণের নিকট ইহা বলিতে চাই যে, আমাদের ঈদ প্রকৃত পক্ষে একমাত্র তাহাই হইতে পারে যাহা হযরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ঈদ বলিয়া সাব্যস্ত হয়। যদি আমরা ঈদ উদযাপন করি, কিন্তু রসুল্লাহ (সাঃ) ঈদ উদযাপন না করেন তাহা হইলে আমাদের ঈদ কখনও ঈদ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না বরং উহা মাতম হইবে। যেমন কোন ঘরে যদি শবদেহ পড়িয়া থাকে—তাহাদের বড় কেহ মারা যায়, তাহা হইলে লক্ষ ঈদের চাঁদ উঠিলেও তাহাদের জন্য ঈদের দিন মাতমের দিনই হইবে। তেমনিভাবে একজন মুসলমানের জন্য যদিও হযরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এন্তেকালে তেরশত বৎসরেরও অধিক কাল অতিবাহিত হইয়াছে তথাপী তাহার ঈদের মাঝে যদি মোহাম্মদ রসুল্লাহ (সাঃ) শামিল না থাকেন এবং তাহা সত্ত্বেও সে ঐ বাহ্যিক ঈদে তৃপ্তি বোধ করে, তাহা হইলে তাহার ঈদের কোনই মূল্য নাই। যদিও ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, এই দিনে খোদাতায়ালা আমাদিগকে আনন্দ করার আদেশ দিয়াছেন এবং আমরা সেই মতে আনন্দ করিতে বাধ্য হই, তথাপী আমাদের হৃদয়ের উচিত হইবে ক্রন্দন করা, কেননা এখনও মোহাম্মদ রসুল্লাহ (সাঃ) এবং ইসলামের ঈদ আসে নাই। হযরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ্ (সাঃ) এবং ইসলামের ঈদ শেমাই খাইলে আসে না, দুধ-খোরমা খাইলে ও আসে না, বরং তাঁহার ঈদ কোরান শরীফ ও ইসলাম বিস্তার লাভ করিলে আসে। যদি কোরআন এবং ইসলাম বিস্তার লাভ করে তাহা হইলে আমাদের ঈদের মধ্যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ (সাঃ)ও শামিল হইয়া যাইবেন এবং তিনি আনন্দিত হইবেন যে, "যদিও আমার এন্তেকালের উপর তেরশত বৎসরের অধিক কাল গত হইয়াছে তথাপী যে মিশন লইয়া আমি দুনিয়াতে আসিয়াছিলাম, এখনও আমার উম্মত তাহা কায়েম রাখিয়াছে।"

সুতরাং চেষ্টা এই করুন যে, ইসলামের প্রচার ও প্রসার হউক, কোরআন শরীফ প্রকাশ ও বিস্তার লাভ করুক, যাহাতে আমাদের ঈদের মধ্যে হযরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ্ (সাঃ)ও শামিল হন। যদি আজিকের ঈদে মোহাম্মদ রসুল্লাহ (সাঃ)-এরও ঈদ

হইয়া থাকে, তাহা হইলে সকল মুসলমানের জন্য ইহা ঈদ বটে, কিন্তু যদি আজিকের ঈদে তিনি (সাঃ) শামিল নহেন তাহা হইলে আজ সমস্ত মুসলমানের জন্য ঈদ নহে বরং তাহাদের জন্য মাতমের দিন।

এই তত্ত্বটি স্মরণ রাখিবে। ইহাতে সন্দেহ নাই বটে যে এক বিশেষ পর্যায়ে আমাদের জামাত ইসলামের তবলীগ করার সুযোগ লাভ করিয়াছে কিন্তু আমরা ইহা বলিতে পারি না যে এই বিষয়টি আমাদের মধ্যে এতখানি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে যে আমাদের সন্তান দিগের মধ্যেও ইহা শত শত বৎসর ব্যাপী অব্যাহত থাকিবে। এখনও আমরা ইহা দেখিতে পাই যে, কতক ব্যক্তির সন্তানদের মধ্যে যদিও তাহাদের উপর শতাব্দীও পার হয় নাই এখনই তাহাদের বাপ-দাদাদের ন্যায় এখলাস ও নিষ্ঠা বিদ্যমান পাওয়া যায় না। অথচ আমাদের আসল ঈদ তখনই হইতে পারে যখন কেয়ামত পর্যন্ত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর পতাকা খাড়া রাখা যায়। যদি আমরা ইহা দেখিতে না পাই এবং আমাদের সন্তানদের মধ্যে এতখানি উৎসাহ-উদ্দীপনা না থাকে যে আমাদের মৃত্যুর পরও তাহারা মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর নাম এবং ইসলামের শিক্ষাকে দুনিয়াতে প্রচার করিতে থাকিবে, তাহা হইলে এমতাবস্থায় আমাদের ভীত হওয়া উচিত যে, এখন যদি সাময়িকভাবে আমাদের জন্য ঈদ হইয়া থাকে তবে কিছু কাল পরেই যেন খোদা না করুন আমাদের জন্য মাতম উপস্থিত হয়।

সুতরাং আমি বন্ধুগণকে উপদেশ দান করি যে, তাহারা যেন নিজেদের এবং পরিবার ও সন্তান-সন্ততির এমনধারায় এসলাহ্ (সংশোধন ও শিক্ষাদান) করেন যে, তাঁহাদের যেন প্রতিতি জন্মায় যে তাহারা কেয়ামত পর্যন্ত ইসলামের ঝাণ্ডা খাড়া রাখিবে এবং মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শিক্ষা দুনিয়াতে প্রচার করিতে থাকিবে, যাহাতে আমাদের জীবনই শুধু যেন ঈদময় না হয় বরং আমাদের মৃত্যুও যেন ঈদময় হয়। এক কবি বলিয়াছেন যে, হে মানুষ! যখন তুমি দুনিয়াতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে তখন তুমি কাঁদিতেছিলে এবং মানুষ হাসিতেছিল। প্রকৃতপক্ষে বাচ্চার নিশ্বাস রুদ্ধ থাকে। যখন সে ভূমিষ্ঠ হয় তখন প্রথম বার তাহার ফুসফুসে হাওয়া যায় যেজন্য বাচ্চা জন্মের পর চিৎকার করে। সুতরাং কবি বলিতেছেন যে যখন তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে তখন তুমি কাঁদিতেছিলে এবং সকলে হাসিতেছি, এজন্য যে, তাহাদের ঘরে বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। এখন তোমার উচিত যে, তুমি এত নেক আমল কর এবং মানুষের সহিত এরূপ সদব্যবহার কর যে, যখন তোমার মৃত্যু হয় তখন তুমি যেন হাসিতে থাক এবং মানুষ কাঁদিতে থাকে। তুমি এজন্য হাসিবে যে, এখন তোমার খেদমত এবং নেক আমলের

পূণ্য ফল খোদাতায়ালার তরফ হইতে তুমি লাভ করিবে এবং মানুষ এজন্য কাঁদিবে যে, এত ভাল লোকটি তাহাদের নিকট হইতে চিরতরে চলিয়া গেল।

সুতরাং আমরা যদি আমাদের সন্তান দিগকে ইসলামের উপর কায়েম করিয়া যাই এবং আমাদের প্রত্যয় হয় যে তাহারা ইসলামের ঝাণ্ডা উঁচা রাখিবে, তাহা হইলে নিশ্চয় আমাদের মৃত্যু এমতাবস্থাতেই হইবে যে, আমরা হাসিতে থাকিব এবং মানুষ তখন কাঁদিবে। এবং এই সেই মৃত্যু যাহা প্রত্যেক মোমেনের কাম্য। মরিতে তো প্রত্যেককেই হইবে কিন্তু সেই ব্যক্তির মৃত্যু যাহাকে খোদাতায়ালার ফেরেশতাগণ শুভ-সংবাদ দিয়া দেয় যে, তুমি আল্লাহতায়ালার ক্রোড়ে স্থান লাভ করিবে এবং ফেরেশতাগণ তোমার রক্ষক হইবে এবং তোমার সন্তানগণ তোমার পর ইসলামের পতাকাধারী হইবে সেই মৃত্যু মৃত্যু নহে, বরং উহা পরম আনন্দের মূহুর্ত্ত বটে।

সুতরাং সেই পন্থা অবলম্বন করুন যাহাতে আল্লাহতায়ালা আপনাদের জন্য এবং আপনাদের সন্তানদের জন্য চিরস্থায়ী ঈদের বাস্তবায়ন করেন। সন্তানদের বিষয় তো অনেক দূরের কথা, আমরা তো চাই যে, এই বৎসর শেষ না হইতেই যেন আমাদের জন্য সত্যিকার ঈদ আসিয়া যায়। কেননা আজ হইতে ৫০/৬০ বৎসর পরবর্তী অবস্থা দেখার সুযোগ বৃদ্ধদের নসীবে করে সম্ভবপর হইবে? এমনি তো যুবকের পক্ষেও একটি দিন জীবিত থাকা আশা করা যায় না কিন্তু যাহাই হউক তাহার বয়সের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মনে করা যাইতে পারে যে, সে আরও এত দিন জীবিত থাকিতে পারিবে কিন্তু বৃদ্ধ মানুষ পাঁচ দশ বৎসরও বাঁচিয়া থাকার আশা করিতে পারে না।

সুতরাং আমাদের উচিত দোয়া করিতে থাকা যেন আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে এমন ঈদের সৌভাগ্য দান করেন যে, এই দিনের অবসান না হইতেই যেন আমাদের জন্য প্রকৃত ঈদ উপস্থিত হয় এবং ইসলামের বিজয়ের সংবাদ চতুর্দিক হইতে আসিতে আরম্ভ করে। সুতরাং আপনারা দোয়ায় রত থাকুন যেন সেই সত্যিকার এবং প্রকৃত ঈদ আমাদের নিকটে আসিয়া যায়। এই বার খোদাতায়ালা দুইটি ঈদ একত্র করিয়া দিয়েছেন—আজিকে ঈদ এবং আগামী কাল জুমা, যাহা মুসলমানদের জন্য ঈদের দিন। এইভাবে দুইটি ঈদ একত্র হইল। আল্লাহতায়ালা যদি এই দুই জাহেরী ঈদের সহিত বাতেনী ঈদেরও মিলন ঘটান, তাহা হইলে তাঁহার ফজল ও অনুগ্রহে ইহা কোন অসম্ভব কিছু নহে।

(আল-ফজল ৮ই মে, ১৯৫৭ইং)

অনুবাদঃ মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

অত্যাচারীর পরিণাম

হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসিহ সানী (রাঃ)

কর্ত্তৃক ২৭ বৎসর পূর্বে প্রদত্ত এক ঈমান-উদ্দীপক ও শিক্ষামূলক

সাবধান বাণী

আমাদের সেই খোদা, যিনি প্রত্যেক বারই আমাদের উপর অত্যাচারকারী দিগকে শাস্তি দিয়াছেন, আমাদের সেই খোদা এখনও জীবিত আছেন।

তাঁহার পাকড়াও, তাঁহার বেষ্টন পূর্বের ন্যায় এখনও কঠিন ও কঠোর রহিয়াছে।

পাকিস্তানে যদি আহমদী দিগের সহিত সেই দুর্ব্যবহার করা হয় যাহা কাবুলে তাহাদের সহিত করা হইয়াছিল, তাহা হইলে ঐরূপ জালেমদের জন্য কাবুলের শাহ আমানুল্লাহর লাঞ্ছনাজনক পরিণাম ও ক্ষমতাচ্যুতি এবং অপমান শিক্ষনীয় দৃষ্টান্তই বহন করে।

আহমদীয়তের বৃক্ষ কোন সাধারণ বৃক্ষ নহে, ইহা খোদা স্বহস্তে রোপন করিয়াছেন এবং তিনিই ইহার হেফাজত করিবেন।

[নিম্নে সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসিহ সানী (রাঃ) এর ২৭ বৎসর পূর্বের এক ভাষণের অংশ উদ্ধৃত করা হইল। উক্ত ভাষণটি তিনি ১৬ই মে, ১৯৭৪ইং তারিখে মগরিবের নামাযের পর মসজিদে মোবারকে দিয়াছিলেন। এই উদ্ধৃতি বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে জামাতের বন্ধুগণের জন্য অত্যন্ত ঈমান-উদ্দীপক, সেখানে জামাতের উপর জুলুম ও অত্যাচার কারীগণের জন্য অতি শিক্ষামূলক সতর্কবাণীও বটে। বন্ধুগণের কর্ত্তব্য, সবর ও সালাতের আসমানী অস্ত্রের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে থাকা। তারপর দেখুন, আল্লাহ্‌তায়ালার কুদরতের লীলাখেলা কখন এবং কিরূপে প্রকাশিত হয়। —আল্লাহ্‌রই উপর সকল ভরসা।]

১৯৪৭ সনের মে মাসে দিল্লীর এক পত্রিকার সম্পাদকীয়তে এইকথার উল্লেখ করা হয় যে, আহমদীগণ যাহারা এখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষ সমর্থন করিতেছেন যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে তখন তাহাদের সহিত অন্যান্য মুসলমানরা সেই ব্যবহার করিবে যাহা

কাবুলে তৎকালীন আফগান সরকারের পক্ষ হইতে মজলুম আহ্‌মদী দিগকে শহীদ করার ব্যাপারে করা হইয়াছিল। ইহার উপর হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানী (রাঃ) বিভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গীতে মন্তব্য পেশ করিয়া বলিয়াছেন :

"আজ আমাকে জনৈক বন্ধু জানাইয়াছে যে দিল্লীর একটি পত্রিকা লিখিয়াছে যে, আহ্‌মদীগণ এখন তো পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থন দিতেছে, কিন্তু তাহারা সেই সময়কে ভুলিয়া গিয়াছে, যখন তাহাদের সহিত অন্যান্য মুসলমানগণ দুর্ব্যবহার করিয়াছিল। যখন পাকিস্তান হইয়া যাইবে, তখন তাহাদের সহিত মুসলমানরা সেই ব্যবহারই করিবে যাহা কাবুলে তাহাদের সহিত করা হইয়াছিল। এবং তখন আহ্‌মদীরা বলিবে যে, আমাদিগকে হিন্দুস্তানে শামিল করিয়া নিন।

মন্তব্যকারীর কথাটি বিভিন্ন দিক হইতে দেখা যাইতে পারে। উহার একটি দিক তো এই যে, যখন পাকিস্তান হইয়া যাইবে, তখন আমাদের সহিত মুসলমানদের তরফ হইতে সেইরূপ ব্যবহার সংঘটিত হইবে যাহা আজ হইতে কিছুকাল পূর্বে আফগানস্তানে হইয়াছিল। এবং ধরিয়া নিন, তদ্রূপই যদি সংঘটিত হয় পাকিস্তানও কায়েম হইয়া যায় এবং আমাদের সহিত সেই আচরণও পোষণ করা হয় তবুও প্রশ্ন তো এই যে, একটি দীনদার—ধর্মীয় জামাত যাহার বুনিয়াদই ধর্ম, নৈতিকতা এবং এনসাফের উপর স্থাপিত উহা কি এই দৃষ্টি ভঙ্গী লইয়া ফয়সালা করিবে যে, ইহাতে উহার ফায়দা আছে কি? অথবা উহা এই দৃষ্টি ভঙ্গী লইয়া ফয়সালা করিবে যে, এ বিষয়ে অন্যের হক বা অধিকার কি? নিশ্চয় সে এই রূপ বিষয়ে শেষোক্ত দৃষ্টি ভঙ্গী লইয়াই ফয়সালা করিবে।.....যদি আমরা সেই সকল অবস্থার বর্ত্তমানে, যাহা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে, এনসাফ ও ন্যায়-নীতির পক্ষ সমর্থন করি তবে আল্লাহতায়ালা কি আমাদের এই কাজকে জানিয়া থাকিবেন না যে, আমরা ইনসাফ ও ন্যায়-নীতি অবলম্বন করিয়াছি। যখন তিনি তাহা জ্ঞাত থাকিবেন, তখন তিনি স্বয়ং ইনসাফ ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদিগের পৃষ্ঠ-পোষকও হইবেন। লেখক তো ইহা লিখিয়াছেন বটে যে, আহ্‌মদীদের সঙ্গে সেই আচরণ পোষণ করা হইবে যাহা কাবুলে তাহাদের সঙ্গে করা হইয়াছিল। কিন্তু আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, কোথায় গেল আমানুল্লাহ্? যেমন সে আহ্‌মদীদের উপরে জুলুম চালাইয়াছিল, তেমনি কি খোদাতায়ালা তাহার সেই অপরাধের দায়ে তাহাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া উড়াইয়া দেন নাই? খোদা-তায়ালা কি তাহার রাজত্বের অবসান ঘটাইয়া দেন নাই? আললাতায়ালা কি তাহার সরকারের মূলোৎপাটন করিয়া বিক্ষিপ্ত করিয়া দেন নাই? আললাহতায়ালা কি তাহাকে তাহার পরিবার

পরিজন সহ লাঞ্ছিত এবং সারা বিশ্বে অপমানিত করেন নাই? আললাহতায়ালা কি মজলুমের উপর অন্যায় ভাবে জুলুম হইতে দেখিয়া জালেমদিগকে তাহাদের কৃতকর্মের সমোচীত শাস্তি দেন নাই? এবং আললাহতায়ালা কি আমানুল্লাহর ঐ জুল্‌মের যথাযথ বদলা দেন নাই? তবে, আল্লাহ্‌তায়ালা কি তাহার শান শওকত ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকে ধুলিস্যাৎ করেন নাই?

পূণঃ আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, আমাদের সেই খোদা যিনি ইতিপূর্বে প্রত্যেক বারই আমাদের উপর জুলুম ও অত্যাচারকারী দিগকে শাস্তি দিয়া আসিয়াছেন, সেই খোদা কি এখন মরিয়া গিয়াছেন? আমাদের সেই খোদা এখনও জীবিত আছেন এবং তাঁহার যাবতীয় শক্তি ও সামর্থ সহকারে এখনও বিদ্যমান আছে এবং আমরা একীন ও প্রত্যয় রাখি যে, যদি আমরা এনসাফ ও ন্যায় নীতির পক্ষ গ্রহণ করি এবং এতদসত্ত্বেও যদি আমাদের উপর জুলুম করা হয়, তাহা হইলে তিনি জালেমদিগেরসেই একটি হাশর করিবেন যাহা আমানুল্লার করা হইয়াছিল। যদি আমরা প্রথমে খোদার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতাম তবে কি এখন তাহা পরিত্যাগ করিব? আমাদের আললাহতায়ালার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে। তিনি ন্যায় পরায়নদের সহায়ক হয়েন এবং জালেমদিগকে শাস্তি দেন। তিনি এখনও তদ্রূপই করিবেন যেরূপ তিনি ইতিপূর্বে এবং প্রত্যেক মওকাতে আমাদের সাহায্য ও সহায়তা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার পাকড়াও, তাঁহার বেষ্টন এখনও, কঠিনতম যেরূপ উহা পূর্বে ছিল। এখন কি আমরা (নায়ুযু বিললাহ) ইহা মনে করিব যে আমাদের ন্যায়-নীতিতে কায়েম হওয়ায় তিনি আমাদের সহায়তা ছাড়িয়া দিবেন? কখনও নয়? আহ্‌মদীয়তের বৃক্ষ কোন সাধারণ বৃক্ষ নয়, ইহা তিনি নিজ হস্তে রোপন করিয়াছেন এবং তিনি নিজে ইহার হেফাজত করিবেন এবং বিরুপ ও প্রতিকুল অবস্থা সত্ত্বেও করিবেন। দুশমন পূর্বেও আপাদমস্তক চেষ্টা চালাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই বৃক্ষ তাহাদের আক্ষেপ ভরা দৃষ্টির সম্মুখেই বৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে। আঁধার-প্রিয়গণ পূর্বেও সত্যকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা চালাইয়াছে কিন্তু সত্য সর্বদাই উত্থিত ও সুপ্রকাশিত হইয়াছে এবং এখনও আললাহ্‌ তায়ালার ফজল ও অনুগ্রহে তদ্রূপই হইবে। এই প্রদীপ সেই প্রদীপ নহে যাহা দুশমনের ফুৎকার নিভাইয়া দিতে পারে। এই বৃক্ষ সেই বৃক্ষ নহে, যাহাকে শত্রুতার ঝড়-ঝঞ্জা উপড়াইয়া ফেলে বিপরিতগামী হাওয়া বহিয়া যাইবে, তুফান উঠিবে বিরুদ্ধবাদীতার সাগর উত্তেজিত ও উন্মত্ত হইয়া উঠিবে এবং ঢেউ উথলাইবে ও ছাপাইয়া পড়িবে কিন্তু এই জাহাজ যাহার পরিচালক স্বয়ং খোদাতায়ালা, কিনারায় ভিড়িবেই। আমানুল্লাহর ঘটনা স্মরণ করাইলে কি লাভ? তোমাদের কি আমা-

নুল্লাহ্‌র শুধু জুলুমের কথাই স্মরণে রহিয়া গিয়াছে, এবং তাহার পরিণাম হইতে তোমরা তোমাদের চক্ষু মুদিয়া ফেলিয়াছ? তোমাদের সেই ঘটনা স্মরণ রহিয়াছে কিন্তু সেই ঘটনার পরিণতি তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ? আমানুল্লাহ্‌র জেল্লতি ও অপমানের ন্যায় কোন দৃষ্টান্ত কি তোমাদের নিকট মজুদ আছে? তোমরা যখন সেই ঘটনার কথা স্মরণ করাইয়ছিলে তখন উহার আঞ্জাম ও পরিণামের প্রতিও দৃষ্টিপাত করিতে। যখন সে ইউরোপ রওয়ানা হইয়াছিল তখন স্বয়ং তাহার এক দরবারী চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছি যে, আমাদের ভিতরে ঘরোয়া কথা বার্ত্তার মধ্যে বার বার ইহার উল্লেখ আসিয়াছে যে, এই যে সব জেললতি ও লাঞ্ছনা আমাদের হইয়াছে তাহা একমাত্র সেই জুলুমের কারণেই হইয়াছে, যাহা আমরা আহ্‌মদীদের উপরে ঢালিয়াছিলাম। আশা করি যে, এখন যখন আমরা শাস্তি পাইয়া গিয়াছি, আপনি আমাদের জন্য বদ-দোয়া করিবেন না।" ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, স্বয়ং তাহার দরবারীদের এই বিশ্বাস ছিল যে, তাহার জেল্লতির কারণ তাহার জুলুম। আজ সেই আমানুল্লাহ্‌ যে অত্যন্ত শান-শওকত, প্রতাপ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল, সে তাহার জুলুমের কারণে এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, সে ইটালীতে বসিয়া তাহার অপমান ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার দিন কাটাইতেছে। সে কত চালাক এবং হুশিয়ার বাদশাহ ছিল যে, সে তাহার ও অধীন রাজত্বটিকে একটি স্বাধীন দেশে পরিণত করিয়াছিল কিন্তু যখন নিরীহ নিরপরাধ আহ্‌মদীদের উপরে জুলুম চালাইল তখন তাহার সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা ধলিস্যাৎ হইয়া গেল এবং সে তাহার জুলুমের ফল পাইল এবং এমন ভাবে পাইল যে, আজ পর্যন্ত তাহার শাস্তি সে ভুগিয়া চলিয়াছে। একজন সত্যান্বেষী এবং ন্যায়-নিষ্ঠ ব্যক্তির জন্য এই একটি নিদর্শনই যথেষ্ট। হায়, মানুষ যদি ইহা চিন্তা করিত!

হয়ত এখানে কেহ এই প্রশ্ন তুলিতে পারে যে আমানুল্লাহ্‌র পিতাও তো আহ্‌মদী মার করিয়া ছিল। উহার উত্তর এই যে, সে অজ্ঞতা বশতঃ তাহা করিয়া ছিন কিন্তু আমানুল্লাহ্‌ করিয়াছে গজ্ঞানে। কেননা আমাদের জিজ্ঞাসা করায় তাহার সরকারের তরফ হইতে লেখা হইয়াছিল যে, নিঃসন্দেহে আহমদী মুবাল্লেগ পাঠাইয়া দেওয়া হউক, এখন সেই বরবর যুগ আর নাই, প্রত্যেকেই ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করিবে। কিন্তু যখন আমাদের মুবাল্লেগ সেখানে গেলেন তখন সে তাঁহাকে কতল করাইয়া দিল। তবে ইহাও ঠিক নয় যে, (আমীর) হাবিবুল্লাহ শাস্তি পায় নাই বরং সেও ঐ শাস্তির আওতার বাহিরে থাকে নাই কেননা তাহার সমস্ত বংশধরের নিপাত ও বিনাশ ঘটিল। ইহা এ কথারও প্রমাণ যে, আল্লাহ্‌তায়ালা শুধু আমানুল্লাহর বদলা দেন নাই, বরং সেই বদলায় (আমীর) হাবিবুল্লাহ এবং (আমীর) আবদুর রহমানও শামিল রহিয়াছে।

[সাপ্তাহিক, বদর, কাদিয়ান (ভারত)]

অনুবাদ : মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

কেন এ সব 'অন্যায়' জুলুম মোদের বেলায় 'ন্যায়' হবে?

হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসিহ সানী (রাঃ)

পাকিস্তানে বর্তমান আহমদী বিরোধী অবস্থা সম্পর্কে বহু পূর্বের একটি উর্দু কবিতায় রচিত ভবিষ্যদ্বাণীর অনুবাদ

[হযরত খলিফাতুল মসিহ সানী (রাঃ)-এর এন্তেকালের পর (নভেম্বর, ১৯৬৫ ইং) হুজুরের কাগজ-পত্র হইতে নিম্নলিখিত কবিতা পাওয়া যায় যাহা ২০শে জুন ১৯৬৮ ইং তারিখে আল-ফজল, রবওয়ায় প্রকাশিত হয়। ইহা পাঠ করিয়া দেখুন যে, বর্তমানে জামাতকে যে সকল পরিস্থিতির মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে হইতেছে, উহা কিরূপে আল্লাহতায়ালা আপন বান্দার লেখনির মাধ্যমে দীর্ঘকাল পূর্বেই সবিস্তারে কবিতায় রূপ দান করিয়া ছিলেন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে যে ভাবে বন্ধুগণকে শান্তনা দান করা হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত ঈমান উদ্দীপক এবং বাস্তবতাপূর্ণও বটে। এই কবিতা আহ্‌মদীয়া জামাতের সত্যতার জ্বলন্ত নিদর্শন। এই কবিতায় বর্ণিত চিত্র আল্লাহতায়ালা ব্যতিরেকে অপর কাহারও পক্ষে পূর্ব হইতে তাঁহার মনোনীত মুসলেহ মওওদকে (রাঃ) সঙ্কিত করিরা দেখাইবার ক্ষমতা ছিল না ও নাই। যাহারা আহ্‌মদীয়তের বিরোধিতা করিতেছে তাহাদের জন্য ও ইহার মধ্যে সবক রহিয়াছে। বাংলা ভাষায় সকলের বুঝিবার জন্য উহার ভাবানুবাদ করিয়াছেন জনাব আনওয়ার আলী সাহেব। —সম্পাদক]

জনাব মৌলবী আস্‌বে যখন
কেমন ধারা তখন হবে।
জনতাকে সে খেপিয়ে তুলবে
খোদা সেইদিন আপন হবে।
এই তো হবে? মোদের প্রতি গাল দিবে সে রাগে।
শোনাবে সে ওসব কথাও শুনি নাই যা আগে!
আমরা কিছুই বলব না তার তিক্ত কথার জবাবে।
মুখটা নষ্ট তারই হবে, ক্ষতি কি মোদের হবে?
মোরা সবাই কাফের মোলহেদ
মিম্বরে চড়ে সে বলবে।

জিন্দিক হওয়ার ফৎওয়া তখন খোলা খুলি চলবে।
এদের হত্যা জায়েজ শুধু নহে, ওয়াজেব বটে, বলবে সে।
এদের হত্যা করবে যে কেউ
খোদার পিয়ারা হইবে সে।
এদের মাল লুটবে যদি সরাসরি হবে স্বর্গবাস।
পূন্যবান আখ্যা পাবে এদের ইজ্জত করলে নাশ।
এদের ছোয়া লাগলে গায়ে অছুৎ হইয়া যাবেন।
শয়তানের অধম, এদের সাথে কালাম যারা করবে।
অজ্ঞেরা সব এসব কথায় গোস্বায় ভরে উঠবে।
মোদের হত্যায় প্রস্তুতি নিযে ছোট বড় সবাই ছুটবে।
আজকে যাদের প্রেমের দাবী শপথ করে যায় কড়া।
মোদের রক্তে তৃষ্ণা মিটাতে আসবে তেড়ে কাল তারা।
মোদের পর, ছুড়তে সবাই পাথর বেছে আনবে।
ছোট বড় সবাই সেদিন কোমরে ছোরা বান্ধবে।
পিতা মাতা বন্ধু ভ্রাতা সবাই সরে পড়বে।
আজকে যে জন প্রাণের প্রিয় তখন সেও পর হবে।
যাদের সাথে উঠে বসে কাটছে দিবস আজকে।
দুর্ব্যবহার মোদের সাথে করবে তারাই কালকে।
সমাজ পতিরা দলবেধে সব মেথর পাড়া যাবে।
বলবে: "কর যদি এদের কাজ বলছি, মন্দ হবে"।
করতে যদি সওদা মোদের হাটবাজারে কেহ যাবে।
বলবে দোকানী "সরে যাও মিঞা নইলে মন্দ হবে"।
মোদের তরে বিরান হবে ভবের বিশাল আঙিনা।
সে "এক প্রাণের বন্ধু" ছাড়া পাশে থাকবে কেউ না আর।
সে তার আপন দয়ার মাঝে রাখবে মোদের জড়ায়ে।
নয়ন শুধু দেখবে তারেই, হৃদয়ে রবে সে লুকায়ে।
তৌহিদের স্বাদ পাইতে সাঁহেব,
সেই তো হবে পরক্ষন।

জমীনেও খোদা আকাশেও খোদা
এমনি হালৎ হবে যখন।
জানো এসব মোদের সাথে কিসের তরে হবে?
কেন এসব "অন্যায়" জুলুম মোদের বেলায় 'ন্যায়' হবে?
অপরাধ মোদের ইহাই শুধ্
ঈমান রাখি এই বাকোতে।
হাদী যখনই আসবে ধরায় জন্মাবে এই উম্মতে।
মোসলমানদের পথ দেখাতে বাহিরের কেউ আসবে না।
মোসলমানদেরই মধ্য থেকে আসবে তারা, চাই জানা।
আমাদের সৈয়দ ও মওলানা (সাঃ) অন্যের মোহতাজ নহে।
তাঁরই আশিসের বারিধারা শুধ্ কেয়ামত তক বহে।
তার গোলামীতে কাটাইবে যে
জীবনের প্রতি রোজ ও শব।
জাতির নেতা হইবে সে আর
নবীদের গৌরব।

অনুবাদ: আনওয়ার আলী
নারায়ণ গঞ্জ,

মুসলমানের সংজ্ঞা

(১)

"যে কেহ আমাদের ন্যায় নামাজ পড়ে; আমাদের কিবলার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়ায় এবং আমাদের জবেহ্ করা প্রাণীর গোসত খায়, তাহার জন্য আল্লাহ্‌র জামিন রহিয়াছে এবং রসুলের জামিন রহিয়াছে; সুতরাং আল্লাহ্‌র এই জামানতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিও না।"
(বোখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবুল সালাত, পৃঃ ৫৬)

(২)

"সেই ব্যক্তিই মুসলমান, যাহার হাত এবং জবান হইতে মানুষ নিরাপদ থাকে।" (বোখারী ও মুসলীম)

ধর্মহারা ব্যক্তিরাই ধর্মের নামে জুলুম চালায়

[পূর্ব প্রকাশিতের পর—৩]

ধার্মিকদের উপর ধর্মহীনদের এই সকল অত্যাচার অনাচারের কাহিনী অতি দীর্ঘ। এমন এক জাতিকে এই দুঃখ দেওয়া হইয়াছিল. যাঁহারা ধর্ম-আকাশে চাঁদ ও সূর্যের ন্যায় উজ্জল আলো প্রদান করিতেছিল, যাঁহাদের মধ্যে ধর্মের উন্নতির চরম অভিব্যক্তি ঘটিয়াছিল, যাঁহাদিগকে ছাড়িয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির মার্গের উর্ধ্বে আর কোন মার্গ নাই, যাঁহাদের অপেক্ষা ভাল মানুষ ইতিপূর্বে কোন ধর্মই উৎপাদন করে নাই, ভবিষ্যতেও মরলোকে কোন দিন উৎপাদিত হইবে না। কিন্তু বিশ্ব-শিল্পীর সেরা সৃষ্টি এই নবী সম্রাট ও তাঁহার অনুরক্তগণ অত্যন্ত ধৈর্য, গাম্ভীর্য ও অসাধারণ সহিষ্ণুতা সহকারে সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন। মুখে 'উ' শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করেন নাই। তাঁহারা নিজেরা দুঃখ ভোগ ও কুরবানী করিয়া এবং নিজেদের দেহের রক্ত দিয়া দ্বিধাহীনভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন যে, ধর্ম বিরোধীগণই অত্যাচারী ও অশান্তি সৃষ্টিকারী, ধর্মগ্রহণকারীগণ নহেন।

ইহাই শেষ নহে। দৃষ্টান্তহীন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বনের পর, তাঁহারা দয়া ও ক্ষমার এরূপ পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গেলেন যে, মানুষ স্তম্ভিত হইয়া নির্বাক বিস্ময়ে তাঁহাদিগের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে ও বলে: তাঁহারা কে এবং কি ভাবে তাঁহারা এত উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে পৌঁছিয়াছেন? যখন খোদার প্রতিশ্রুতি পূরণের দিন নিকটবর্তী হইল এবং মক্কার অবিশ্বাসীগণ তাঁহার পদানত হইল এবং দশ হাজার পবিত্র আত্মার চাকচিক্যময় তরবারির নীচে আরবের খুনী রক্ত-পিপাসু নেতাদের মাথা কাঁপিতেছিল, তখন মক্কা নগরীর প্রত্যেকটি ইট এ কথার সাক্ষী হইয়া রহিল যে, বিশ্বের ইতিহাস সেদিন এক অভাবনীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করিল। ব্যাপক হত্যার আদেশের পরিবর্তে:

لا تثريب عليكم اليوم

(লা তাস্‌রিবা আলাইকুমুল ইয়াউমা)

(অর্থাৎ—"আজিকার দিন তোমাদিগকে কোন প্রকার তিরস্কার করা হইবেনা,")। ঘোষণার আনন্দ ধ্বনিতে মক্কার আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল। সেদিন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় অত্যাচারী মানুষ ক্ষমা লাভ করিল। তপ্তবালুকার উপর নিঃসহায় দাসদিগকে যাহারা শোয়াইত, তাহারা ক্ষমা লাভ করিল। প্রখর রৌদ্রে মক্কার পথে ঘাটে অসহায় ব্যক্তিদিগকে যাহারা টানা হেঁচড়া করিত, তাহারা ক্ষমা লাভ করিল। সে দিন নিরপরাধ মানুষের উপর

প্রস্তর বর্ষণকারীগণও ক্ষমা লাভ করিল। হত্যাকারী, অশান্তি সৃষ্টিকারী, প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী বিশ্বাসঘাতক এবং লুণ্ঠন কারীকেও ক্ষমা করা হইল। ইহার পর কিছু দিন যাইতে না যাইতে সেই পাষাণগণকেও ক্ষমা করা হইল, যাহারা মহাসম্মানিত ব্যক্তি-গণের বক্ষ চিরিয়া হৃৎপিণ্ড ও যকৃত চর্বন করিয়াছিল।

اللهم صل على محمد و على آل
محمد كما صليت على ابراهيم و على
آل ابراهيم انك حميد مجيد ٥

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মোহাম্মাদিউঁ ও আলা আলে মোহাম্মদ, কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ও আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

সুতরাং, আমি বলিতে চাই যে, আদম (আঃ) হইতে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব পর্যন্ত সমগ্র ধর্মীয় ইতিহাসকেও যদি মুছিয়া ফেলা হয় এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর হইতে এখানকার ইতিহাসকেও মুছিয়া দেওয়া হয়, তবুও এই মহাসম্মানিত নবীর কতিপয় বৎসরের ইতিহাসই এই নিগূঢ় তত্ত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য যথেষ্ট যে, ধর্ম মানুষকে জুলুম, অত্যাচার, উচ্ছৃঙ্খলতা, পাষণ্ডতা ও হিংসা শিক্ষা দেয় না। শিক্ষা দেয় দয়া, প্রেম, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা; বরং ইহা বলাও অন্যায় হইবে না যে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যতদিন সেই এক দিনের কথা, অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের কাহিনী বর্ণিত থাকিবে, ততদিন ধর্মের মুখে কেহ অত্যাচারের কালিমা লেপন করিতে পারিবে না, কখনও না।

শুধু ইহাই নহে, সেই রহমতুল্-লিল্-আলামীন জুলুমের প্রতিকারার্থে আরও এক পদ অগ্রসর হন এবং খোদা হইতে অহি পাইয়া চিরদিনের জন্য ঘোষণা করেন:

لا اكراه في الدين -

(লা-ইক্রাহা ফিদ্-দ্বীন)

"ধর্মের নামে কোন প্রকার জুলুম বৈধ নয়।" ইহার প্রয়োজনই বা কি?

قد تبين الرشد من الغي

(কাদ্ তাবাইয়্যানার্ রুশ্দু মিনাল গাইয়ে)

অর্থাৎ, "সত্য উহার উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় চেহারা লইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, কুটিলতার সহিত ইহাকে ভুল করিবার কোনই অবকাশ নাই।"

উল্লিখিত পট ভূমিকায় এই ঘোষণা অত্যাশ্চর্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। একদিকে অত্যাচারীর দল, যাহারা উৎপীড়ন ও সীমা অতিক্রম করিয়া কতিপয় নিঃসহায় ব্যক্তিকে ইরতেদাদ বা ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে ধরা-পৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন করিবার অভিপ্রায় করিল এবং বল পূর্বক বাধ্য করিতে চাহিল, যেন তাঁহারা নূতন ধর্ম ছাড়িয়া তাঁহাদের পূর্বেকার ধর্মে ফিরিয়া আসেন। পক্ষান্তরে ঐ ধর্মাবলম্বীগণ

وقل الحق من ربكم - فمن شاء فليكفر - (سورة كهف ع ٤)

"বলিয়া দাও সত্য তোমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালকের নিকট হইতে আসিয়াছে।"

(সুরা কাহাফ, রুকু ৪)

অতঃপর, কোন প্রকার বল প্রয়োগের প্রশ্ন উঠে না। যে বাস্তব প্রমাণ দ্বারা হৃদয় জয় হয়, উহাই খাঁটি সত্য। ইহার সহিত দৈহিক জোর জবরদস্তির কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং, বলা হইয়াছে :

"ঘোষণা কর, সত্য তোমাদের স্রষ্টা ও পালন কর্তার নিকট হইতে আসিয়াছে। এখন ঈমান আনা, না আনা তোমাদের ইচ্ছাধীন।"

(সুরা কাহাফ—৪র্থ রুকু)

আবার অপর এক স্থানে খোদাতায়ালা বলিয়াছেন :

ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا - (سورة دهر ع ٢)

"ইহা একটি উপদেশবাণী। এই উপদেশ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া যাহার ইচ্ছা হয় আপন স্রষ্টা ও পালন কর্তার পথ গ্রহণ করিতে পারে।"

(সুরাহ্ দহর রুকু ২)

কত চমৎকার ও মধুর এই শিক্ষা এবং ইহা কত আদরনীয়! আশ্চর্যের বিষয়, ইহা সত্ত্বেও মানুষ কি প্রকারে এই ধারণা করিতে পারে যে, ধর্ম জোর জুলুম, নিগ্রহ ও নির্যাতন শিক্ষা দেয়? (ক্রমশঃ)

(ধর্মের নামে রক্তপাত পুস্তক হইতে উদ্ধৃত)

যখন শক্তি লাভ করিলেন, তখন শক্তিলাভ সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইল :

لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها - (سورة بقرة ع ٣٣)

"ধর্মে কোন জুলুম নাই। সরল পথ এবং ভ্রান্তির মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, এখন আর সরল এবং ভ্রান্ত পথের মধ্যে গোলমাল হওরার কারণ নাই। অতএব যে ব্যক্তি খোদাতা'লার উপর ঈমান আনিয়াছে, সে যেন এক মজবুত হাতলকে ধরিয়াছে, যাহা কখনও ভাঙ্গিবে না।

(সুরাহ্ বাকারাহ্; রুকু ৩৪)

এই ঘোষণা কত মহান, কত শান্তিপূর্ণ!

সুতরাং হে ধর্মের নামে জুলুমকারীগণ, ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব কি, তাহা তোমরা জান না ধর্ম হৃদয়ের পরিবর্তনের নাম। ধর্ম কোন রাজনৈতিক দল গঠন নহে। ধর্ম কোন জাতির নাম নহে। ধর্ম কোন দেশকে বুঝায় না। ধর্মের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সৃষ্টি, যাহা হৃদয়ের অন্তঃস্থলে ঘটিয়া থাকে। ইহার সম্বন্ধ আত্মার সহিত। কোন তরবারি, কোন ক্ষমতা, কোন বল প্রয়োগ, কোন নিগ্রহ ও নির্যাতন যত ভীষণাকারেই হউক না কেন, চিত্তের পরিবর্তন আনিবার ব্যাপারে ততটুকু শক্তিও রাখে না, যতখানি একটি নগন্য পিপীলিকা উচ্চ পর্বতমালাকে স্থানচ্যুত করিবার জন্য রাখে। তারপর অন্যত্র খোদতা'লা কোরান করীমে এই ঘোষণা করিয়াছেন :

স ং বা দ

১। **দরসে কোরআন ঃ** পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে ঢাকা দারুত তবলীগে প্রত্যহ বাদ আসর দরসে কোরান অনুষ্ঠিত হয়। মৌলবী আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, সদর মুরুব্বী উপরোক্ত দরস দেন। ইহা ছাড়াও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মসজিদে মোবারকে ও চট্টগ্রাম আঃ আঃ য় দরস দেন যথাক্রমে মৌলবী সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব, সদর মুরুব্বী ও মৌলবী এ. কে, এম, মুহিবুল্লাহ সাহেব সদর মুরুব্বী।

২। **খতমে তারাবী ঃ** আল্লাহতায়ালার অপার অনুগ্রহে এ বৎসর ঢাকা দারুত তবলীগ মসজিদে প্রত্যহ বাদ এশা খতমে তারাবী নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। নামাযে তারাবী পরিচালনা করেন জনাব মৌঃ হাফেজ আবদুস সামাদ সাহেব। ইহা ছাড়াও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য জমাতে ও নামাজ তারাবী নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়।

৩। **এতেকাফ ঃ** এই বৎসর ঢাকা দারুত তবলীগ মসজিদ হজরত রসুলে করীম (দঃ)-এর সুন্নত অনুযায়ী জনাব আবদুল কাদির ভূঁইয়া মোবাশ্বের আহমদ ও জনাব ফজলুল করীম মোল্লা সাহেবান রমজানের শেষ দশ দিনে ইতেকাফে বসেন। আল্লাহতায়ালা ইহাকে মোতকাকীনদের ও জমাতের জন্য মোবারক ও বাবরকত করুন এবং তাহারা যেন বেশী বেশী নফল ইবাদত জিকরে ইলাহী ও দোয়া করার তৌফিক লাভ করেন তজ্জন্য বন্ধুগণ খাসভাবে দোয়া করিবেন।

৪। **ইজতেমায়ী দোয়া ঃ** পবিত্র রমজান মাস দোয়া কবুলিয়তের এক বিরাট সুযোগ বহন করিয়া আনে। বিভিন্ন জমাতে এই বৎসর এই পবিত্র মাসে ইসলাম ও আহমদীয়তের বিজয়, হজরত সাহেবের দীর্ঘায়ু ও পূর্ণ স্বাস্থ্য, খানদানে মসিহ মওউদ (আঃ)-এর হেফাজত ও পাকিস্তানে মজলুম ভ্রাতা ও ভগিনীদের জন্য ইজতেমায়ী দোয়া করা হয়।

শোক সংবাদ

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি বিগত পহেলা অক্টোবর রাত্র ২ ঘটিকায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জমাতের এক মুখলিস ও উৎসাহী কর্মী জনাব খুরশিদ আহমদ ভূঁইয়া সাহেব ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। মরহুম জমাতের খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন এবং প্রথমে জমাতের সেক্রেটারী ইসলাহ ও ইরশাদ ও পরে ফাইনেনসিয়াল সেক্রেটারী হিসাবে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সহিত বিরাট খেদমত আনজাম দেন। আমরা তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারকে গভীর সহানুভূতি জানাই এবং দোয়া করি আল্লাহতায়ালা মরহুমের রুহের মাগফেরাত করুন এবং জান্নাতে তাঁহার দরজা বুলন্দ করুন (আমীন)।

একটি নিরপেক্ষ অভিমত

পাক ভারতের প্রখ্যাত আলেম এবং সিদকে জাদীদ (লক্ষ্ণৌ) পত্রিকার সম্পাদক মৌলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী লিখিয়াছেন :

"আহ্‌মদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা জনাব মির্যা সাহেব মরহুমের লিখিত গ্রন্থাবলী যতখানী আমার দৃষ্টি গোচর হইয়াছে, উহাদের মধ্যে আমি খতমে নবুওতের অস্বীকারের পরিবর্তে এই আকিদার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বরং আহমদীয়াতের বয়াত ফরমে একটি মৌলিক দফা হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর খাতামান নাবীয়ীন হওয়া সম্বন্ধে মজুদ রহিয়াছে বলিয়াও আমার স্মরণ পড়ে। সুতরাং মীর্যা সাহেব যদি নিজেকে নবী বলিয়াছেন, তবে সেই অর্থেই যে অর্থে প্রত্যেক মুসলমান একজন মসীহার আগমনে অপেক্ষারত আছে, এবং ইহা অতি স্পষ্ট যে, এই আকিদা (ধর্ম-বিশ্বাস) খতমে নবুওয়াতের বিরোধী নহে। সুতরাং যদি আহমদীয়ত উহারই নাম, যাহা সেলসেলা আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হবরত মীর্যা সাহেব মরহুমের নিজের লেখা হইতে প্রকাশ পায় তাহা হইলে ইহাকে 'এরতেদাদ (ধর্মান্তর) বলিয়া অভিহিত করা নিতান্ত ইঅবিচার ও সীমালঙ্ঘন।' (আল-ফজল, ২১শে মার্চ, ১৯২৫ ইং হইতে উদ্ধৃত)।

হযরত মওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী সম্প্রতি "সিদকে জদীদের" ১৬ই আগষ্ট ১৯৭৪ ইং তারিখের সংখ্যায় তাঁহার উক্ত নিরপেক্ষ অভিমতের পুণঃর্ঘোষণা করিয়া ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, খতমে নবুওতের অর্থকে কেন্দ্র করিয়া জামাতে আহমদীয়ার বিরুদ্ধে কুফুর ও এরতেদাদ (ধর্মান্তর)-এর ফতোয়া দেওয়া ন্যায়সঙ্গত নহে এবং ইহাও ব্যক্ত করিয়াছেন যে, মৌলানা আবুল কালাম আযাদও উক্ত বিষয়ে কুফুরী ফতোয়া দেওয়ার বিরোধী ছিলেন। [সাপ্তাহিক বদর, কাদিয়ান (ভারত) ২৯শে আগষ্ট, ১৯৭৪ ইং]

—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস্ সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেস্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কোরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বেঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কোরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং তাহার সহিত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিড়িয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনাল মুফতারিয়ীন"—

(অর্থাৎ—"সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ")

(আইয়ামুস্ সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Banglaudesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : *A. H. Muhammad Ali Anwar.*